R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

৬২শ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২২শে পৌষ, বুধবার, ১৩৮২ সাল।
৭ই জানুয়ারী, ১৯৭৬ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা;
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

ভুয়া সারটিফিকেটধারীদের ঠিকুজি এখন সাংবাদিকদের হাতে

চঞ্চল সরকার : 'গরীবের কথা বাসি হলে ফলে'। ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পে ভুয়া সারটিফিকেটধারী বহু সুযোগসন্ধানীর কর্মরত থাকার সংবাদ এই সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর বাঁধ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজারের পত্রাঘাত এবং তার পাল্টা উত্তরের কথা এখনো অনেকের স্মরণে আছে। ছোট পত্রিকা তো জঙ্গিপুর সংবাদ! ছোট মুখে বড় কথা বলা শোভনীয় নয়। ওটা বড়দের সাজে। সম্প্রতি কোলকাতার এক বাংলা দৈনিকে (সরকারী অর্থে পরিচালিত) ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পে কর্ম্মরত ভুয়া সারটিফিকেটধারীদের সমিতি গঠনের এবং সদস্য সংখ্যাও নাকি দুই শতাধিক বলে প্রকাশিত হয়েছে। জানতে অবশ্যই কৌতুহল হয়, ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ এখন কিভাবে এই ঘটনার মোকাবিলা করবেন? যে সমস্ত পিওন, দফতরি, বরকন্দাজ এবং চতুর্থ শ্রেণীতে

(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের অভাব পূরণের দাবি

জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ শহরের ক্রমসম্প্রসারণ, পশ্চিমবঙ্গের নানা দূরতম প্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগের সঙ্গম, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি প্রভৃতির কারণে পূর্ব রেলের জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনটি বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন ট্রেণের ক্রসিং এখানে হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ষ্টেশনের কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় অভাব দীর্ঘ দিনের : (এক) এখানে ওভারব্রীজ না থাকার জন্যে যাত্রীদের এক প্লাটফরম হতে অন্য প্লাটফরম যাওয়া বেশ সময়সাপেক্ষ এবং লাইন পার হওয়াতে জীবনের বেশ ঝুঁকিও রয়েছে। (দুই) ষ্টেশন থেকে পূর্ব রেলের যে পাকা সড়কটি জেলাবোর্ড-সড়কের সঙ্গে মিশেছে, দীর্ঘদিন উপযুক্ত সংস্কারের অভাবে তার নিতান্ত দুরবস্থা এবং তা রিক্সা, মোটর, ট্রাক, পদযাত্রী—সকলের পক্ষেই বিপদজনক। (তিন) এই সড়কে বৈদ্যুতিক আলোকীকরণের কোন ব্যবস্থা আজও হয়নি। ফলে রাতবিরেতে যাত্রীসাধারণের ছিনতাই-রাহাজানির যথেষ্ট আশঙ্কা। জঙ্গিপুর ষ্টেশনের নানা অভাবের কথা এই পত্রিকায় আগেও প্রকাশিত হয়েছে।

শোনা যাচ্ছে, ইষ্টার্ণ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার ফরাক্কার পথে এই ষ্টেশনটি পরিদর্শনের জন্য নামতে পারেন। তাঁর কাছে সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ, এই ষ্টেশনের তীব্র-অনুভূত অভাবগুলি সম্পর্কে তিনি অবহিত হোন এবং এখানকার রেলযাত্রীর পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে ও ষ্টেশনটির গুরুত্ব বিবেচনা করে যাত্রীসাধারণের দীর্ঘদিনের কষ্ট দূর করতে সচেষ্ট হোন।

সঞ্চয়ে আদর্শ গ্রাম মিরজাপুরে সঞ্চয়ের কোন ব্যবস্থা নাই

মির্জাপুর, ৫ জানুয়ারী—১৯৭৪-৭৫ সালে মির্জাপুর গ্রামটিকে স্বল্প সঞ্চয়ে আদর্শ গ্রাম বলে ঘোষণা করা হয়। সরকারী সমীক্ষায় জানা যায়, গ্রামের ৩৪৯টি পরিবারের মধ্যে ওই বছর ৮৪% পরিবার স্বল্প সঞ্চয়ের আওতায় আসে। সংগৃহীত হয় ৪৪২৮'৪২ টাকা। অথচ মজার ব্যাপার, স্বল্প সঞ্চয়ে আদর্শ গ্রাম হয়েও এখানে সঞ্চয়ের কোন ব্যবস্থাই নাই যাতে সঞ্চয়ে উৎসাহিত হতে পারেন গ্রামবাসীরা। এদিকে লক্ষ্য রাখেননি কেউ। দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে সকলের। সরকারেরও।

গ্রামাঞ্চলে স্বল্প সঞ্চয়ের উপযুক্ত মাধ্যম সাব-পোষ্ট অফিস। উৎসাহে জোয়ার আনার উপযুক্ত কেন্দ্র সাব-পোষ্ট অফিস। কিন্তু মির্জ্জাপুরে কোন সাব-পোষ্ট অফিস নাই। আছে একটি শাখা ডাকঘর। নাম গনকর, অধীন রঘুনাথগঞ্জের। জনসাধারণের প্রয়োজনমাফিক পোষ্ট কারড, ডাক টিকিট

(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সাগরদীঘি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১৮ মাস থেকে ডাক্তারের পদ খালি পড়ে আছে

সাগরদীঘি, ৬ জানুয়ারী—১৯৭৪ সালের জুলাই মাস থেকে সাগরদীঘি প্রাঃ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন চিকিৎসকের পদ খালি পড়ে আছে। গত ডিসেম্বরে এর মেয়াদ ১৮ মাস পূর্ণ হল, তবু কোন চিকিৎসক ওই পদে যোগ দিতে এলেন না। ফলে সমস্যা থেকেই গেল। ভারপ্রাপ্ত একজন ডাক্তারের পক্ষে এখন এখানকার রোগীর ভিড় সামলানো প্রায় অসম্ভব। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির ঘর-বাড়ীর অবস্থাও রুগ্ন হয়ে পড়েছে। জলকষ্টও তথৈবচ। প্রায় এক বছর থেকে একটি টিউবওয়েল অকেজো। আবেদনে মেরামত করার পরও। নতুন একটি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। অকেজো সেটিও। আবেদন নিবেদন অরণ্যে রোদনের সামিল। রুগ্ন ঘরে গিজগিজ করছে রোগী। মেঝেতে টিউবেকটমির ছড়াছড়ি। এই কনকনে ঠাণ্ডাতে মেঝের রোগীরা লাল কম্বলে মোড়া। তিল ধারণের ঠাঁই নাই। একদিকে টিউবেকটমি, অন্যদিকে ডেলিভারী, মাঝখানে সাধারণ রোগী। ব্যস্ত সকলেই—ডাক্তার থেকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী পর্যন্ত। এই ব্লকের ভুরকুণ্ডা উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিও মাসখানেক থেকে চিকিৎসকবিহীন। ওখানকার ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার বদলি হয়ে যাবার পর যোগ দেননি কেউ।

শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি : স্বাস্থ্য দপ্তরের খবরে প্রকাশ, সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৬টি ও ভুরকুণ্ডা উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৪টি শয্যা মঞ্জুর করা হয়েছে।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে পৌষ বুধবার, সন ১৩৮২ সাল।

প্রশ্নের ভ্রান্তি

পরীক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে যে অমনোযোগিতা তথা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-নিয়ামক বিভাগ দিয়াছেন, তাহা সম্প্রতি একটি প্রসিদ্ধ দৈনিকের 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগে বহরমপুর গার্লস কলেজের শুভা গঙ্গোপাধ্যায় ও অজয়া দাশগুপ্ত লিখিত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রশ্নপত্র রচনার এই গাফিলতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অবশ্যই লজ্জাকর এবং ইহা যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যপূর্ণ ভাবমূর্তি নষ্ট করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পত্রলেখিকাদ্বয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৫ সালের বি-এ পারট ওয়ান পরীক্ষার বাংলা অনারস চতুর্থ পত্রের দ্বিতীয়ার্ধের প্রশ্ন এবং বি-এ পারট টু পরীক্ষার দর্শন তৃতীয় পত্র (পাস) ও বাংলা পাস ও অনারসের কিছু প্রশ্ন সম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তব্য রাখিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য: (ক) দর্শন তৃতীয় পত্রের প্রথমার্ধের নীতিবিজ্ঞান বিষয়ের ছয়টি প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন এবং দ্বিতীয়ার্ধের সমাজ-দর্শন বিষয়ের ছয়টি প্রশ্নের মধ্যে আড়াইটি প্রশ্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিফিকেশন নং সি-এস-আর ২৯/৭১ অনুযায়ী সংশোধিত পাঠ্যক্রম বহির্ভূত। (খ) বি-এ পারট ওয়ান পরীক্ষার বাংলা অনারস চতুর্থ পত্রের দ্বিতীয়ার্ধের কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, কোন নির্দেশ নাই। (গ) বি-এ পারট টু পরীক্ষার বাংলা পাস ৫ (ক) এবং (ঘ) নং প্রশ্নে লিখিত নির্দেশ ছিল যথাক্রমে 'নূতন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পরীক্ষার্থীদের জন্য' ও 'কেবলমাত্র পুরাতন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পরীক্ষার্থী-দের জন্য'। ঐ নির্দেশ বিপরীত হওয়া উচিত ছিল। বাংলা অনারস অষ্টম পত্রের তিন নম্বর মর্মার্থ লিখনের প্রশ্নে দুইটি অংশ দেওয়া ছিল; কোন নির্দেশ ছিল না। প্রত্যাশিত নির্দেশ অনুসারে যে কোন একটি করিতে হইবে।

পত্রলেখিকাদ্বয়ের অভিযোগগুলি সত্য হইলে আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে: এইরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া পরীক্ষার্থীরা কি করিবেন? সময় দ্রুত বহিয়া যাইতেছে; সঠিক উত্তর ভাবিয়া-চিন্তিয়া লিখিতে হইবে। কঠিন প্রশ্নের সমস্যা আছে; তাহার জট ছাড়াইতে হইবে। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন মধ্যে নানারূপ ভ্রান্তির বিভ্রান্তিতে পড়িয়া পরীক্ষার্থীরা উত্তরদান ব্যাপারে চিন্তার যোগসূত্র ও সামঞ্জস্য কি করিয়া রক্ষা করিবেন? ফলে তাঁহাদের পরীক্ষা ও আশানুরূপ না হইবারই কথা। অবশ্য অবস্থার পর্যালোচনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র বিষয়টি সহৃদয়তার সহিত বিবেচনা করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন। কিন্তু তাহাই কি সব? না, তাহার দ্বারা পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা যাচাই করা যাইবে? আশ্চর্য হইবার কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্নের ভুল ইহার মধ্যে ধরিতে পারিলেন না বা কর্তৃপক্ষ কিছু বলিলেন না। আমরা মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয় দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রশ্নকর্তা ও মডারেটরদের সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর লোকের হাতে গুরুদায়িত্বভার দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আপন গৌরব ও মর্যাদাকে ধূলিলুণ্ঠিত করিবেন না।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বলাকার নাট্য প্রয়াস

২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৫ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে 'বলাকার অসাধারণ নাট্য প্রয়াস' শিরোনামায় প্রতিবেদক উদয়ন চৌধুরী শুধু মাত্র দুটি নাট্য সংস্থার সাফল্যের কথা উল্লেখ করেছেন। রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের আরও অনেক সংস্থার বলিষ্ঠ পদক্ষেপের নমুনার কোন খবর তিনি রাখেননি। অথচ জঙ্গিপুর টাউন ক্লাব পরিচালিত 'ক্যাপটেন হুররা' 'শেষ বিচার,' মৌসুমীর 'বাবা বদল,' 'লালন ফকির,' 'দুই মহল,' সনৎ পাইন পরিচালিত 'শতাব্দীর পদাবলী,' বাসন্তী নাট্য সংস্থার 'ঝুমুর,' অঙ্কুর নাট্য সংস্থার 'ফাঁস' প্রভৃতি নাটক যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে এবং নাট্যমোদীদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। পরিশেষে প্রতিটি নাট্য সংস্থার কাছে শহরে নাট্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান পরিচালনার অনুরোধ রাখছি।

—বরুণকুমার ধর, জঙ্গিপুর।

দেখভালের অভাবে শহীদ বেদীর হালফিল হাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ধুলিয়ান: স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে শহীদ নলিনী বাগচীর অবদান যে কি অসামান্য তা আর জঙ্গিপুর মহকুমা-বাসীকে নতুন করে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। এই অমর শহীদের নামে ধুলিয়ানে 'শহীদ নলিনী ভ্রাতৃ স্মৃতি সংঘ' নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত। বন্যাত্রাণে, দুঃস্থ-গরীব লোকদের বস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করে এবং আরও নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্ম-সূচীর ভেতর দিয়ে এই ক্লাব কর্তৃপক্ষ ধুলিয়ানবাসীর মণিকোঠায় একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। গত বছর ১৫ আগষ্ট তারিখে এঁরা ধুলিয়ান পৌরসভার সামনে শহীদ নলিনী বাগচীর মর্মর মূর্তি স্থাপন করেন। ঐ সভায় জেলার বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা একত্রে সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এই মর্মর মূর্তির শোচনীয় অবস্থা দেখে সাধারণ মানুষ শিউরে উঠছেন। পৌরসভার সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়ে যে সমস্ত বাস, লরী, ট্যাক্সি ও অন্যান্য যানবাহন চলছে তার ধুলোয় এবং পক্ষীশাবকদের মলত্যাগে মূর্তির সৌন্দর্য ব্যাহত হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মনে আজ তাই প্রশ্ন জেগেছে, ক্লাব কর্তৃপক্ষ কি জেগে ঘুমোচ্ছেন? প্রতি মাসে অন্ততঃ দু'তিন দিনও তাঁরা মূর্তিটি পরিষ্কার করতে পারেন না? পারেন না আশে পাশের জায়গা পরিচ্ছন্ন রাখতে? একটি মর্মর মূর্তি স্থাপন করেই শহীদ নলিনী বাগচীর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখানো হল—ক্লাব কর্তৃপক্ষ যদি এই ধারণা করে বসে থাকেন, তবে তা পরিকল্পিত স্বর্গে বাস করারই সামিল হবে। ক্লাব কর্তৃপক্ষের প্রতি জনসাধারণের আরও একটি অনুরোধ, মূর্তির পাশে একটি বৈদ্যুতিক আলোর একান্ত প্রয়োজন।

স্কুলগৃহ ও জয়ন্তী গ্রামের রাস্তা নির্মাণ

সাগরদীঘি, ৭ জানুয়ারী—গ্রাম-বাসীদের অনুরোধে লুথারান বিশ্ব সংস্থা মনিগ্রামের প্রস্তাবিত উচ্চ বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ প্রকল্প রূপায়ণে রাজি হয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁরা প্রকল্পটির কাজ শুরু করবেন। গৃহটি নির্মাণে খরচ পড়বে এক লাখ চব্বিশ হাজার চারশ' টাকা।

এই ব্লকের আদিবাসী অধ্যুষিত জয়ন্তী গ্রাম চাঁদপাড়ায় গ্রামের ভেতর থেকে এস এম জি আর পাকা সড়ক পর্যন্ত মেঠো রাস্তাটি তৈরীর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। রাজ্য সরকারের সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে এটি তৈরী করতে ৫৯ হাজার টাকা খরচ হবে। জয়ন্তী গ্রাম চাঁদপাড়ায় গৃহহীনদের জন্য ৩৮টি বাড়ী এবং গৃহহীনে গৃহদান প্রকল্পে এই ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে ৫৮৭র মধ্যে ২৩০টি বাড়ী তৈরীর কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে।

জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জন-সংযোগ দপ্তরের খবরে প্রকাশ, মুর্শিদাবাদ জেলা উপজাতি কল্যাণ বিভাগ চাঁদপাড়া গ্রামে আদিবাসীদের জন্য পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করেছেন এবং প্রতিদিন ২০০ আদি-বাসী শিশুকে পুষ্টিকর খাবার দিচ্ছেন।

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ধুলিয়ান: স্থানীয় ইলেভেন ষ্টারস্ অ্যাথলেটিক ক্লাব সম্প্রতি জেলাব্যাপী ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। ঐ ক্লাবের ক্রীড়া সম্পাদক ইন্দ্রকুমার সাহা এ খবর দিয়ে জানান, লীগ প্রথায় প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় এই খেলা আরম্ভ হবে। প্রতি প্রতিযোগী ডাবলসে তিনটে করে গেম খেলবেন। এন্ট্রি ফি ধার্য করা হয়েছে দশ টাকা। নাম দেবার চূড়ান্ত ও শেষ তারিখ ১২ জানুয়ারী, খেলা শুরু হবে ১৫ জানুয়ারী। এই অঞ্চলে জেলাব্যাপী এই ধরনের প্রতিযোগিতার প্রচেষ্টা এই প্রথম।

শ্যামাদাসীর দুর্ভাগ্য

মির্জাপুর, ৫ জানুয়ারী—কলকাতা রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়ামে এ্যামেচার এ্যাথলেটিক এ্যাসোসিয়েশনের ২৬তম রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শ্যামাদাসী ঘোষ শটপাট নিক্ষেপে ৮'৯৮ মিটারে বাজিমাৎ করেছে। কিন্তু বাড়ী ফিরে পড়ে গিয়ে ডান হাতটি ভেঙেছে। কাজেই ১৪-১৮ জানুয়ারী কেরলের কোট্টামে ইনটার ষ্টেট এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নসিপের খেলায় সে যোগ দিতে পারছে না। অংশ নিতে পারবে না হরিয়ানাতেও।

পথিপার্শ্বস্থ দোকানদারদের পুনর্বাসন দাবি

রঘুনাথগঞ্জ, ৫ জানুয়ারী—গত পরশু জঙ্গিপুর পুরভবনে জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি ও মোটর পরিবহণ কর্মচারী সমিতির যৌথ উদ্যোগে আহূত আলোচনা চক্রে দশ দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মধ্যে উচ্ছেদের পূর্বে পথিপার্শ্বস্থ দোকানদারদের পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের দাবি-দাওয়াটি প্রাধান্য লাভ করে। পৌরোহিত্য করেন মহকুমা বিড়ি কর্মচারী সমিতির সহ-সম্পাদক আঃ সঈদ। প্রধান অতিথির ভাষণে ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী) রাজ্য সম্পাদক সীতেশ দাশগুপ্ত বলেন, জরুরী অবস্থার সুযোগে মালিক-শ্রেণীর অত্যাচার বেড়েছে। পঃ বঙ্গে ৭ মাসে ৭০ হাজার কর্মী ছাঁটাই, লে অফ প্রভৃতির কবলে পড়েছেন। পুরুলিয়ায় ২ জন শ্রমিককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নতুন আইনে আগামী বছর থেকে শ্রমিকরা বোনাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে চলেছেন জেনে মালিকরা উল্লসিত। উৎপাদন অনুপাতে মজুরি আইনও শ্রমিকদের ক্ষতি করবে। মালিকদের হাত থেকে শ্রমিকদের বাঁচাতে তিনি আদর্শগত বামপন্থী গণতান্ত্রিক মোর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ইউ টি ইউ সির মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য সিংহ জানান, ২৭ ডিসেম্বর বহরমপুর আলোচনা চক্রে গৃহীত দাবিগুলি জেলা শাসকের নিকট পেশ করা হয় ২৯ ডিসেম্বর।

ছাঁটাই বন্ধ রেখে কাজ করতে দেবার আবেদন

বিশেষ প্রতিনিধি, ফরাক্কা ব্যারেজ—১৯৭৬ নতুন ইংরেজি বছরটি বাঁধ প্রকল্পে নিযুক্ত ফরাক্কার কর্মীদের পক্ষে 'কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ'। নতুন বছরে অনেক কর্মীই বিশেষ করে যারা ওয়ার্কচার্জ কলমে কাজ করেন, তাঁদের অনেকেই 'বাড়তি' ঘোষিত হতে চলেছেন,—এ ধরনের একটি আশঙ্কার খবর প্রচারিত হয়েছে সাম্প্রতিক ফরাক্কার আট এ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে নয়া দিল্লীর আট দফতরে প্রেরিত তারবার্তায়। তারবার্তার কপি কর্মীদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে। জেনারেল ম্যানেজার 'মেন্টেনানস সেট আপ' ঘোষণায় নাকি বদ্ধপরিকর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। সমিতির মতে এখনও তিরিশ কোটি টাকা ব্যয় হয়নি এবং প্রচুর কাজ বাকী যেগুলি বাঁধের বর্তমান কর্মীদের দিয়ে করালেও তিন বছর সময় কেটে যাবে। ছাঁটাই বন্ধ রেখে কর্মীদের কাজ করতে দেবার অনুমতির আবেদন জানান হয়েছে।

থ্রী ফর ওয়ান

বিশেষ প্রতিনিধি, ফরাক্কা—ইচ্ছে করলেই জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ সে নিজেরই হোক অথবা হোক সরকারী, সরকারের বিনানুমতিতে অযৌক্তিকভাবে কাটতে নিষেধ করে পুরনো আইনকে বলবৎ করা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন ব্লকের পঞ্চায়েৎ বিভাগের মাধ্যমে সাধারণ্যে প্রচারিত হচ্ছে। নিষেধ করা হচ্ছে অযথা এই বৃষ্টি আকর্ষক সৌন্দর্য্যের প্রতীক এবং সবুজের ভাণ্ডারকে কেটে নির্মূল না করার। থ্রী ফর ওয়ান, নিদেনপক্ষে টু ফর ওয়ান কর্মসূচী অবশ্যই পালনীয়। অর্থাৎ একটি গাছ কাটলে অবশ্যই দুটি গাছ তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে। এ আদেশ জেলা শাসকের। নির্বিচারে এবং পাইকারী হারে গাছের বংশ নির্মূলই হচ্ছে, স্থান পূরণ হচ্ছে না। যার ফলে, বিজ্ঞানীদের মতে নাকি সময়োপযোগী এবং প্রয়োজনীয় বৃষ্টি হচ্ছে না। বলা হয়ে থাকে, 'তপ্ত বনানী ডাকিছে তোমায়, আরতি তোমার ফুলের দেশে'। মেঘকে আমন্ত্রণ। বন বা গাছ না থাকলে মেঘকে প্রথমে চোখ ইশারায়, পরে আকুল প্রাণে কে আবাহন করবে?

সঙ্গীতে কৃতিত্ব লাভ

রঘুনাথগঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর—হাওড়ার বেলুর মঠে সংগীতা মিউজিক কলেজ পরিচালিত আন্তঃ পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় রঘুনাথগঞ্জের বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তনয় প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ত্রয়োদশী দুহিতা মল্লিকা চট্টোপাধ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। মল্লিকা বালী বঙ্গশিশু বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। সঙ্গীত চর্চা ছাড়াও বিদ্যালয় পরীক্ষাতে সে প্রতি বৎসর কৃতিত্বের সঙ্গে সাফল্য অর্জন করে।

ভ্রম সংশোধন

'সুতী ২নং ব্লকের কয়েকটি গ্রামের দুরবস্থা' শিরোনামায় ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৫ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে ৩য় পৃষ্ঠায় দু'কলম হেডিং-এ যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেই সংবাদের শিরোনামে 'সুতী ২নং ব্লক'-এর জায়গায় 'সুতী ১নং ব্লক হবে। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। —বার্তা সম্পাদক, জ. স.

জমি বিক্রয়

কাঁকুড়া মৌজায় সাত/আট বিঘা কৃষি-জমি বিক্রয় আছে। আধুনিক প্রথায় চাষ করলে বছরে দু'বার ফসল ফলবে। নিম্নে যোগাযোগ করুন :—

শ্রীরামাচরণ চ্যাটার্জী
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
(মুর্শিদাবাদ)

খেতে ভাল ★রেখা বিড়ি
★মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
ফোন—২৩
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

বিড়ির সেরা
অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি
মুর্শিদাবাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সকল প্রকার ঔষধের জন্য
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন নং : আর, জি, জি ১৯

গ্রাম্য শান্তি কমিটি

হিলোড়া, ৪ জানুয়ারী—আজ রাত্রে স্থানীয় 'হরিজন অপেরা' মঞ্চে গ্রামের অভাব-অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করার জন্য গ্রামাধ্যক্ষ অমলকৃষ্ণ দাসের সভাপতিত্বে ১৫ জন সমাজসেবী নিয়ে জনসাধারণের নির্দেশক্রমে একটি শান্তি কমিটি গঠিত হয়। উপস্থিত জনসাধারণ এক স্মারক-লিপিতে ঐ কমিটিকে অনুরোধ করেন, অবিলম্বে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু, গ্রামের অকেজো নলকূপ ও গরীবদের জন্য জি আর, টি আর-এর ব্যবস্থা করতে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত নিলামের তারিখ ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬

১ মনিজারী ৭৫ ডিঃ পূর্ণচন্দ্র দাস দিং দেং সুধেন্দুশেখর অধিকারী দাবি ৪৯৪৮৩ পঃ থানা সুতী মৌজে মহেশাইল ৪১ শতক জমির হারাহারি জমা ১ টাকা আঃ ৫০০ টাকা খং ২৪৯৬ রায়ত স্থিতিবান ২ একর ৯০ শতক মধ্যে ½ অ শ নিলাম হইবে।

ছাত্র ভর্ত্তি চলছে

মির্জাপুর দ্বিজপদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
(মুর্শিদাবাদ)

সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে শিক্ষকদের বিশেষ তত্ত্বাবধানে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা, খেলাধূলা ও শারীরচর্চার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে মির্জাপুর দ্বিজপদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। গত বছর খেলাধূলায় ৫ জন ও পড়াশোনায় ১ জন জাতীয় বৃত্তির অধিকারী। পরীক্ষার ফল অতীব সন্তোষজনক। অল্প খরচে ও সরকারী রেশনের সুযোগে ছাত্রাবাসে ছাত্রদের থাকার সুব্যবস্থা আছে ভর্ত্তির শেষ তারিখ ১৭/১/৭৬, ইতিমধ্যেই নূতন সেশনে ভর্ত্তি চলছে।

প্রধান শিক্ষক,
মির্জাপুর দ্বিজপদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ)

নৈশ বিদ্যালয় ও কংগ্রেস অফিস উদ্বোধন

রঘুনাথগঞ্জ, ২ জানুয়ারী—গতকাল বিকেলে স্থানীয় নবারুণ সংঘের উদ্যোগে একটি নৈশ বিদ্যালয় খোলা হয়। এর অধিকাংশ ছাত্রই বিড়ি শ্রমিক। এটি পরিচালনা করবেন সংঘের সদস্যরা। জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতি ডাঃ গৌরীপতি চ্যাটারজির সভাপতিত্বে বিদ্যালয়টির উদ্বোধনী সভায় জঙ্গিপুর বিধানসভা সদস্য হাবিবুর রহমান এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে সরকারী সাহায্যের দাবি করেন। সংঘের সভাপতি রবীন্দ্রকুমার পণ্ডিত যুব সমাজকে এ ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের শরীক হতে আহ্বান জানান।

অপর একটি অনুষ্ঠানে গতকাল দুপুরে রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের মিঠিপুরে সেকেন্দ্রা-গিরিয়া-মিঠিপুর অঞ্চলের জন্য একটি কংগ্রেস কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন এম এল এ হাবিবুর রহমান।

শিক্ষকদের গরহাজিরায় ক্লাস নষ্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ জানুয়ারী—বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী কর্তৃপক্ষ টোকাটুকি রোধে যখন কড়া ফরমান্ জারী করছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পড়াশুনার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে ঠিক তখনই প্রতিদিন বহু শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে জঙ্গিপুর কলেজে পড়াশুনা ব্যাহত হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। 'শিক্ষকদের অনুপস্থিতি আমাদের পড়াশুনার ক্ষতি করছে, নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে না'—এই মর্মে বহু ছাত্র অভিযোগ করেছেন। এই অভিযোগের পরও অধ্যক্ষ কিছু করতে পারেননি। ছাত্ররা অধ্যক্ষের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে অধ্যক্ষের কাছে প্রশ্ন করেও সদুত্তর মেলেনি। তিনি বলেছেন, 'শিক্ষকদের ছুটি প্রাপ্য। তাই তাঁরা ছুটি নিচ্ছেন।' একদিনে ১০ জন শিক্ষকের অনুপস্থিতির খবরও রয়েছে। প্রতিদিন শিক্ষকদের অনুপস্থিতি সম্পর্কে ছাত্রদের জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিকল্প কোন ক্লাস কেউ নিতে চাইছেন না। ছাত্ররা কলেজে আসছেন, বেশীর ভাগ ক্লাস অফ্ যাওয়ায় অসময়ে বাড়ী ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

ভুয়া সার্টিফিকেটধারীদের ঠিকুজি (১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কর্মরত সুযোগ সন্ধানী পরে বিদ্যার দৌড় দেখিয়ে পরবর্তী পদোন্নতির সুযোগ করে নিয়েছেন, তাঁদের সকলকে 'অরিজিন্যাল' সার্টিফিকেট দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ মাস কয়েক পূর্বে যাচাই করার জন্য। কিন্তু সেই 'মঁসিয়ে'গণ এখন যেন বাইরে নীরব। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো ফরাক্কার দুটি প্রধান শিবিরের আশ্রয়ে তলায় তলায় এদের 'ধীরে বহে নীল'। প্রতারণার দায়ে অভিযুক্তের প্রশ্নটি কর্তৃপক্ষের মর্জি। তবে বেশ কিছু সকরিগলি আর মালদহের আইহো-মুচিয়ার সার্টিফিকেটধারীর নাম এখন হাতের মুঠোয় এসেছে। অদ্যাবধি কেউই, কয়েকটি সাচ্চা ছাড়া, অরিজিন্যাল দাখিল করেননি। এক্ষেত্রে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ফায়ার অফিসার ব্যাপারে প্রভাত সরকার আবার গাড়ীর চালক পদে নেমেছেন। কিসের ইঙ্গিত? তবে কি কর্তৃপক্ষ প্রতারক-সুযোগসন্ধানীদের একই পন্থায় 'কসুর' মাফ করে পুরনো পদে নামিয়ে দেবেন? হয়তো হতেও পারে তা। কি জানি, কেঁচো খুঁড়তে যদি সাপ বেরিয়ে পড়ে! প্রয়োজনবোধে নাম ছাপা হতে পারে ভুয়া সার্টিফিকেট এবং ভুয়া তপশীলিদের। তবে, ছাপানোর ব্যাপারটিও সম্পাদকের বিবেচনাধীন কিনা!

সঞ্চয়ের কোন ব্যবস্থা নাই (১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ইত্যাদি প্রভৃতি এই শাখা ডাকঘরে পাওয়া যায় না। 'তার' করার কোন ব্যবস্থা নাই। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এখানকার মনি-অরডার নাকি পাশের ডাকঘর থেকে করা হয়। ডাকঘরটি বেলা ১১টায় বন্ধ হয়ে যায়, তখন স্কুল ইত্যাদির কাজকর্ম কামাই করে ডাকটিকিট বা ডাকসংক্রান্ত যে কোন কাজে ছুটতে হয় রঘুনাথগঞ্জ, কখনও বা বহরমপুর। রেজিষ্ট্রি ডাকের ঝামেলা পোহাতে হয়। স্বল্প সঞ্চয়ে আমানত খোলার জন্য নির্ভর করতে হয় রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘরের ওপর। পাঁচ মাইল দূরে রঘুনাথগঞ্জে গিয়ে আমানত খুলতে অনেকেই নিরুৎসাহিত হন।

এখানে একটি সাব-পোষ্ট অফিস খোলার দাবি দশ বছরের। এর জন্য গ্রামবাসীরা বহুবার লেখালেখি করেছেন। তদন্ত হয়েছে বেশ কয়েকবার। যতবার তদন্ত হয়েছে, ততবার গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে সাব-পোষ্ট অফিস খোলার জন্য পায়খানা-বাথরুম-টিউবওয়েলযুক্ত দুটো বাড়ী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে লিখিতভাবে। গনকর শাখা ডাকঘরটিকে সাব-পোষ্ট অফিসে উন্নীত করার আবেদন জানিয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হয়েছে গত অকটোবরে। কোন উত্তর আসেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের অভিযোগ, এখানে যাতে সাব-পোষ্ট অফিস না খোলা হয় তার জন্য মোট আয়ের ২৫% দেখানো হয় গনকর শাখা ডাকঘরে, বাকী ৭৫% রিকুইজিসন দিয়ে পাশাপাশি দু'একটি ডাকঘরে।

গ্রামবাসীদের বক্তব্য, দুটো রেশম শিল্প সমবায় সমিতি, মাড়োয়ারী পট্টি, স্কুল এবং স্থানীয় জনসাধারণের বছরে যে পরিমাণ ডাক টিকিট প্রভৃতি প্রয়োজন, এখানে সাব-পোষ্ট অফিস খুলে সহজেই তা মেটানো সম্ভব। স্বল্প সঞ্চয়ে আরও উৎসাহ দান সম্ভব। সব দিক খতিয়ে দেখে জনস্বার্থে ডাক-কর্তৃপক্ষের সাব-পোষ্ট অফিস খোলার দাবি নস্যাৎ করা মোটেই উচিত নয়।

শিক্ষক আবশ্যক

একজন বাংলায় অনার্স গ্রাজুয়েট, একজন ইংরাজীতে অনার্স গ্রাজুয়েট, একজন বায়ো-সাইন্স গ্রাজুয়েট ও একজন এফ-এম সহকারী শিক্ষক আকশ্যক। ২১-১-৭৬ তারিখের মধ্যে নিম্ন-ঠিকানায় আবেদন-পত্র পাঠাইতে হইবে।

সম্পাদক,
পারদেওনাপুর হাই মাদ্রাসা (প্রস্তাবিত)
পোঃ দেওনাপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।